দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 1 1 2003
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষানীতির ওপর এফবিসিসিআই'র ২৮টি প্রস্তাবনা

শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় জাতীয় উৎপাদনের ৫ শতাংশ করার সুপারিশ

এম জামালউদ্দীন

ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় জাতীয় উৎপাদনের ৫ শতাংশ করার সুপারিশ করেছে। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু গবেষণা ও মাস্টার্স কোর্সের জন্য নির্ধারণ ও ছাত্রদের আবাসিক হল তুলে দেয়ার কথা বলেছে। সম্প্রতি এসব সুপারিশ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষানীতি '৯৮-এর ওপর এফবিসিসিআই ২৮টি প্রস্তাবনা রেখেছে এবং ২০০৫ সালের মধ্যে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এফবিসিসিআই'র প্রস্তাবনায় উন্নত বিশ্বের মোকাবিলা জাতীয় শিক্ষানীতি '৯৮তে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সাথে কম্পিউটার শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি একান্ত প্রয়োজন বলে উল্লেখ রয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, পেশাগত শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক ইনস্টিটিউট বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত থাকবে ১:২০ এবং নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:২৫। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তা হবে ১:৩০।

সুপারিশে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা বলেছেন, বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু গবেষণা ও মাস্টার্স কোর্সের জন্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল তুলে দিয়ে হলসমূহে ঢাবি'র অধীন বিশেষজ্ঞ (স্পেশালিস্ট) শিক্ষায়তন গড়ে তোলা যেতে পারে। তাদের মতে, ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন ছাত্রদের থাকার বেসরকারী ব্যবস্থা ছিল না। সে কারণে সরকারী পর্যায়ে হোস্টেল নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে ঢাকা শহরে বেসরকারী খাতে ছাত্রদের থাকা ও খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র হলের বাইরে থাকে। এমতাবস্থায় কতিপয় ছাত্রের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য হলসমূহকে ব্যবহৃত হতে দেয়ার চেয়ে আবাসিক হল তুলে দেয়া বাঞ্ছনীয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচও অনেক কমে যাবে। তবে এফবিসিসিআইর সুপারিশে আরও ২০/৩০ বছরের জন্য ছাত্রী হল বহাল রাখার কথা বলা হয়েছে। এফবিসিসিআই উচ্চ শিক্ষার বর্তমান নীতি পরিহার করে যুগোপযোগী করার কথা বলেছে। দেশের চাহিদা মোতাবেক ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অধিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ করেছে। এফবিসিসিআই'র মতে, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফিলোসপি, ইসলামিক হিস্ট্রি– এসব বিষয় কমিয়ে ব্যাংকিং, বীমা, পরিসংখ্যান, সমাজকল্যাণ, ব্যবসায় প্রশাসন ও বৈদেশিক ভাষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। শিক্ষা খাতে সমগ্র সরকারী ব্যয় জাতীয় উৎপাদনের ৫ শতাংশের সুপারিশসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়ার কথা বলেছে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের শীর্ষ সংস্থা। শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ বর্তমানে যথেষ্ট নয় বলেও উল্লেখ করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করতে প্রতিটি মাদ্রাসাছাত্রকে ইংরেজী ও আরবী ভাষায় কথোপকথনের যোগ্যতা অর্জন বাধ্যতামূলক করতে বলেছে এফবিসিসিআই। ইংরেজী ও আরবী ভাষায় পারদর্শী জনশক্তি সৃষ্টি করতে পারলে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঐ দক্ষ লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ব্যবসায়ী শিল্পদের মতে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে, বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কারণ ঐ ছাত্রছাত্রী তাঁদের মেধানুসারে, উচ্চ শিক্ষা লাভের পর বিদেশে গিয়ে যেন অকৃতকার্য না হন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটার চালনা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করে এফবিসিসিআই বলেছে, এ পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল– এই ৫টি বিষয়ে শুধু শিক্ষাদান বহাল রেখে অন্যান্য বাহুল্য বিষয় পরিহার করা উচিত।

তাছাড়া যে সকল ছেলেমেয়ে এবিসি গ্রেডে উত্তীর্ণ হতে পারবে না, তাদেরকে সাধারণ উচ্চ শিক্ষার বদলে কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয় হবে। সরকারী নীতিতে এ ধরনের বিধান রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী প্রযুক্তি অভিযোজন করে দেশীয় জনশক্তি সৃষ্টি, উৎপাদন ও সেবাকাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিক্ষকদের কোচিং ক্লাস ও প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেছে এফবিসিসিআই। বলেছে, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে কোন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রামীণ গণশিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রাইমারি স্কুল হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ব্যবহারিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে এফবিসিসিআই। সংস্থার সুপারিশে ৫ বছর বয়সে শুরু করে এক বছর প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

এফবিসিসিআই শিক্ষাক্ষেত্রে ৩টি স্তর নির্ধারণ করে– ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম পর্যন্ত জুনিয়র এবং ৯ম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত সিনিয়র শিক্ষাস্তর হিসাবে বিবেচনা করে।

এছাড়াও প্রতিটি কলেজে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শ্রেণী পর্যন্ত ৪ বছরের ডিগ্রী কোর্সের কথা বলেছে। যে সকল শিক্ষার্থী সফলভাবে ৪ বছর ডিগ্রী কোর্স সম্পন্ন করবেন– তাঁরাই কেবল ব্যাচেলর্স ডিগ্রীপ্রাপ্ত হবেন। তবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় সফলভাবে চতুর্দশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হলে এ্যাসোসিয়েট ডিগ্রী দেয়া যেতে পারে। এফবিবিসিআই'র মতে, এই ডিগ্রী কর্মসংস্থানে সহায়তার উদ্দেশ্যে দেয়া হবে।